আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য

ভূমিকা

আল-কুরআন বিশ্ব মানবতার প্রতি মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। এটা মানব জাতির হিদায়াতের জন্য সর্বশেষ আসমানী কিতাব। পবিত্র কুরআন মানবজাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, এটা নির্ভুল সত্য গ্রন্থ। মানুষের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান এতে আলোচিত হয়েছে। সকল কল্যাণ ও মঙ্গলের উৎস এই কুরআন। কুরআনের সাথে পরিচিত হওয়া ও এর বিধানাবলি জানার জন্য কুরআনের তিলাওয়াত অত্যন্ত ফযীলত ও মর্যাদাপূর্ণ ইবাদাত।

এ ইউনিটে আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য, মাহাত্ম্য, ফযীলত ও মূল শিক্ষা আলোচিত হয়েছে।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হল–

পাঠ-১ : আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য

পাঠ-২ : আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব

পাঠ-৩ : আল-কুরআনের মাহাত্ম্য

পাঠ-৪ : কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত

পাঠ-৫ : জীবন সমস্যার সমাধানে আল-কুরআনের ভূমিকা

পাঠ-৬ : মানবজাতির কল্যাণে কুরআনের শিক্ষা।

আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য মূল্যায়ন করতে পারবেন।

১.১ সর্বশেষ আসমানী কিতাব

কুরআন বিশ্ব মানবতার প্রতি মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ আসমানী কিতাব। এরপর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন ঐশী গ্রন্থ অবতীর্ণ হবে না। এর আগে মানব জাতির হিদায়াতের জন্য তাওরাত, যাবুর, ইনজীল নামক আরো বড় তিনটি আসমানী কিতাব এবং ১০০ খানা সহিফা বিভিন্ন নবী-রাসূলের উপর নাযিল হয়েছিল। বর্তমানের তাওরাত, যাবুর ও ইনজীল আসল নয়। আসল কিতাব বিভিন্ন ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে ইংরেজি ভাষায় আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। বিভিন্ন বিপর্যয় এবং ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান পাদ্রীদের হাতে ঐসব গ্রন্থের অহীর আসল ভাষা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আল-কুরআনই কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতিকে পথ নির্দেশ করবে।

১.২ চিরন্তন গ্রন্থ

অতীত যুগের সকল আসমানী গ্রন্থই ছিল নির্দিষ্ট কোন, জাতি বা ভৌগোলিক সীমারেখা বেষ্টিত জনগোষ্ঠীর জন্য এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হিদায়াতের উৎস। কিন্তু কুরআন মাজীদ কোন নির্দিষ্ট জাতি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, দেশ বা কালকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়নি। বরং এটা সর্বকালের সমগ্র বিশ্বমানবতার জন্য হিদায়াতের বাণী নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। এটা চিরন্তন ও বিশ্বজনীন গ্রন্থ।

১.৩ পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা

কুরআনই ইসলামী জীবন ব্যবস্থা তথা শরীআতের মূলনীতি ও অনুশাসনের উৎস। কুরআনের উপরই ইসলামের সম্পূর্ণ অবকাঠামো অধিষ্ঠিত। আল্লাহ মানুষকে তাঁর খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা রূপে অবতীর্ণ করা হয়েছে। মানব জাতির বর্তমান ও অনাগত কালের যে সব সমস্যা ও প্রয়োজন দেখা দেবে, তার সব কিছুরই মূলনীতি কুরআনে বলে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

"আজ আমি তোমাদের জন্য জীবন ব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। আমার নিয়ামত তোমাদের উপর পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য জীবন ব্যবস্থারূপে ইসলামকে মনোনীত করলাম"। (সূরা মায়িদা : ৩)

১.৪ চূড়ান্ত দলিল

ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামের নীতি এবং আইন-কানুন সংক্রান্ত যে কোন আলোচনায় কুরআনই চূড়ান্ত দলিল হিসেবে গৃহীত। এতেই মানব জাতির ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের যাবতীয় বিষয় ও ঘটনাবলির বিবরণ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ

"এ কুরআন মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট দলিল এবং যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে তাদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।"

(সূরা আল-জাসিয়া : ২০)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَٰنٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا

"হে মানব জাতি! তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট চূড়ান্ত প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের জন্য অতি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা অবতীর্ণ করেছি।" (সূরা আন-নিসা : ১৭৪)

১.৫ সকল আসমানী গ্রন্থের সারসংক্ষেপ

পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের দাওয়াত সকল আসমানী কিতাবের সারসংক্ষেপ হলো এ আল-কুরআন। আল-কুরআন সকল গ্রন্থের কার্যকারিতা রহিত করে দিয়ে মানবজাতিকে মুক্তির সন্ধান দিয়ে চলছে যুগ-যুগ ধরে।

১.৬ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় উত্তীর্ণ গ্রন্থ

কিছু লোক নিজেদের কুসংস্কার ও জিদের বশবর্তী হয়ে একে মানুষের রচনা বলে অপবাদ রটনা করে। একে কবিতা, যাদু কথা ইত্যাদি বলে উপহাস করে। এতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এবং অনাগত কাল পর্যন্ত যাদের মনে এমন ধারণা জন্ম দেবে তাদের লক্ষ্য করে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, এটা যদি সত্যিই কোন মানুষের রচনা হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা অনুরূপ বাক্য রচনা করে দেখাও। কুরআনের এটা একটি বড় মুজিযা ও বৈশিষ্ট্য যে, কোন মানুষই প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত কুরআনের অনুরূপ বাক্য রচনা করতে পারেনি। কিয়ামত পর্যন্ত কোন মানুষ বা জিন তা পারবেও না। সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ বিগত দেড় হাজার বছর ধরে ছুড়ে দেয়া আছে। যুগে যুগে বহু মানুষ বিশেষ করে ইসলাম বিরোধী মহল এমনকি ইয়াহুদী খ্রিষ্টান জগৎ এ বিজ্ঞানের যুগেও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এ চিরন্তন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় কেউ সফল হয়নি। কুরআন বিরোধী সর্বাত্মক চেষ্টা করেও ব্যর্থতার গ্লানি আনত শিরে স্বীকার করে নিজেদের অপারগতা প্রকাশ করে অকুণ্ঠ চিত্তে তারা বলতে বাধ্য হয়েছে-

لَيْسَ هٰذَا مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ

"না, এটা কোন মানুষের বাণী নয়।"

১.৭ অতীব নির্ভুল গ্রন্থ

পূর্ববর্তী উম্মতগণ তাদের প্রতি প্রেরিত আসমানী গ্রন্থ এবং তাদের নবীর শিক্ষা নিজেদের সুবিধামত পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন-বিয়োজন করে। কুরআনই এমন এক গ্রন্থ, যা যাবতীয় বিকৃতির অভিশাপ হতে চিরমুক্ত। কুরআন বলছে–

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ فِيْهِ

"এটা সেই কিতাব; এতে কোন সন্দেহ নেই।" (সূরা আল-বাক্বারা : ২)

১.৮ কুরআনের ভাষা ও গুণগত মান

আল-কুরআন অতুলনীয় অনুপম এক গ্রন্থ। আল-কুরআনের ভাব-ভাষা, অলংকার, উপমা, ছন্দ-মূর্ছনা, রচনাশৈলী, বিষয়বস্তুর অভিনব গ্রন্থনা, বাক্যের অনুপম বিন্যাস, শাব্দিক দ্যোতনা সব মিলেই এক অভাবনীয় সাহিত্য। এজন্য এ গ্রন্থখানি মহানবী (স)-এর চিরন্তন মু'জিযাপূর্ণ এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ।

১.৯ বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা

আল-কুরআন কাঠামোগতভাবে সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও এর বক্তব্য ও বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা সুগভীর। কুরআনের এ কলেবরে লুক্কায়িত রয়েছে কোটি সাগরের বিশালতা। প্রতিটা শব্দ-বাক্য ও বক্তব্য এতই ব্যাপক যে, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে সহস্র সহস্র পৃষ্ঠা সম্বলিত তাফসীর গ্রন্থের সৃষ্টি হয়েছে।

১.১০ জীবন সমস্যার সমাধান

এ মহান গ্রন্থে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক, আদালতসহ সর্বস্তরে পেশ করেছে নিখুঁত ও শাশ্বত শান্তির সুস্পষ্ট সমাধান। মহানবী (স) এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

"আল-কুরআন আল্লাহর রশি, আল্লাহর অত্যুজ্জ্বল নূর ও অব্যর্থ মহৌষধ। যে ব্যক্তি সাদরে-সযত্নে কুরআনকে আঁকড়ে ধরবে, সে পাবে মুক্তির আবে-হায়াত, আর সে কখনো ধ্বংস হবে না।" (বায়হাকী)

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ২.১

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

ক. এক কথায় উত্তর দিন :

১. বিশ্ব মানবতার প্রতি মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নিয়ামত কি?
২. আসমানী কিতাব কয়টি?
৩. সহীফা কয়টি?
৪. অতীত আসমানী কিতাব-আসল অবস্থায় আছে কি?
৫. কুরআনের শিক্ষা কোন যুগের মানুষের জন্য সীমাবদ্ধ কি?
৬. পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের মূল উৎস কি?
৭. জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামী-আইন-কানুনের চূড়ান্ত দলিল কি?
৮. সকল নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাবের সকল শিক্ষার সারসংক্ষেপ কোথায় সন্নিবেশিত আছে?
৯. "না, এটা কোন মানুষের বাণী নয়"- এটা কার উক্তি?
১০. মানুষের সব সমস্যার সমাধান কিসের মধ্যে নিহিত?

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. "কুরআন সর্বশেষ আসমানী কিতাব" ব্যাখ্যা করুন।
২. চিরন্তন ও শাশ্বত গ্রন্থ কোন্‌টি এবং কেন?
৩. পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা কোন গ্রন্থকে বলা হয় এবং কেন?
৪. চিরন্তন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় উত্তীর্ণ গ্রন্থ কোনটি এবং কেন?

আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- আল-কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারবেন;
- আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব তার যৌক্তিকতা উপস্থাপন করতে পারবেন।

১. কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ

পূর্ববর্তী যুগে নবী-রাসূলগণের উপর অবতীর্ণ আসমানী কিতাবসমূহের প্রত্যেকটিই ছিল বিশেষ কোন অঞ্চল ও সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে এবং কেবল সে সময়ের উপযোগী। কিন্তু কুরআন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য 'সর্বকালের', 'সর্বদেশের', 'সর্বজাতির' চিরন্তন ও শাশ্বত পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে নাযিল হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন–

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا

"মহাপরাক্রমশালী সেই সত্তা, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান নাযিল করেছেন-নিখিল বিশ্বকে ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে।" (সূরা ফুরকান : ১)

২. আসমানী কিতাবের শিক্ষা কুরআনে সন্নিবেশিত

কুরআনেই অন্যান্য সকল আসমানী কিতাবে বর্ণিত তথ্য ও বিষয়সমূহ একত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে। বলা যায় বরং মৌলিকভাবে দুনিয়ার সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও সমাবেশ ঘটেছে এতে।" এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর ঘোষণা হচ্ছে–

وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَىْءٍ

"বরং এ কুরআন পূর্ববর্তী গ্রন্থে যা কিছু তার সত্যায়ন এবং সকল বিষয়ের বিশদ বিবরণ প্রদানকারী।"
(সূরা ইউসুফ : ১১১)

৩. পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা

কুরআন বিশ্বমানবতার জন্য একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার রূপরেখা উপস্থাপন করেছে। অতীত কালের আসমানী কিতাবসমূহ ছিল অপূর্ণাঙ্গ এবং সমসাময়িক যুগের জন্য। কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্বমানবতার হিদায়াতের যাবতীয় প্রয়োজন এ মহাগ্রন্থের মাধ্যমেই মানুষ লাভ করবে।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন -

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

"নিশ্চয় আমি এ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে মানব জাতির কল্যাণের জন্য প্রতিটি বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।"
(সূরা কাহাফ : ৫৪)

৪. পূর্ববর্তী সকল কিতাব রহিত

কুরআন অবতীর্ণ হবার পর পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের হুকুম-আহকাম বাতিল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আর সেগুলোর সার-সংক্ষেপ আল-কুরআনে সন্নিবেশিত হয়েছে।

৫. বিজ্ঞানময় মহাগ্রন্থ

কুরআন একটি বিজ্ঞানময় মহাগ্রন্থ। গবেষক ও ঐতিহাসিকদের জন্য এক অনুপম মহাগ্রন্থ। কুরআন সকল জ্ঞান-

বিজ্ঞান, তথ্য ও রহস্যের এক মহা জ্ঞানভাণ্ডার। কুরআনের দ্বারাই বিশ্বজগৎ ও সৃষ্টি বৈচিত্র্যের বহু বৈজ্ঞানিক সত্য উদঘাটিত হয়েছে। এ মহাগ্রন্থে যে সব বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক তত্ত্ব এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক পদ্ধতির বিশ্লেষণ এসেছে, তা অন্য কোন আসমানী গ্রন্থে বর্ণিত হয়নি। এ জন্য এ গ্রন্থকে মহান আল্লাহ "আল কুরআনুল হাকীম" (জক্ষৈা।জশুঞ্জজম্নৈর"হৃ) বা 'বিজ্ঞানময় কুরআন' বলে ঘোষণা।

৭. বিশুদ্ধ গ্রন্থ

অতীত উম্মাতগণ তাদের প্রতি প্রেরিত আসমানী গ্রন্থ এবং তাদের নবীর শিক্ষা নিজেদের সুবিধামত পরিবর্তন পরিবর্ধন করে বিকৃতি ঘটিয়েছে। কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ, যা যাবতীয় বিকৃতি ও ভুল-ত্রুটি থেকে চির পবিত্র। আল কুরআনে এসেছে-

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ فِيْهِ

"এটা সেই কিতাব; এতে কোন সন্দেহ নেই।" (বাকারা : ২)

৮. ভাষা ও গুণগত মানের শ্রেষ্ঠত্ব

আল-কুরআন সুদীর্ঘ ২৩ বছরব্যাপী সময়কালে খণ্ড-খণ্ড আকারে অবতীর্ণ হলেও প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত এর ভাষা-শৈলী এক ও অভিন্ন। কুরআনের ইলাহী উৎসের এটাও এক বড় প্রমাণ। সব কথার সেরা কথা কল্পনাতীত প্রাঞ্জলতায় এর ভাষা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। শব্দ চয়ন ও বাক্য গঠন অত্যন্ত সুষম, সমন্বিত ও মর্যাদা সম্পন্ন। সমগ্র কুরআনের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা ভঙ্গির ভেতর এক বিস্ময়কর পবিত্রতা, গাম্ভীর্য ও প্রাঞ্জলতা বিরাজমান। সত্যিই-এমন অত্যুচ্চ-অত্যুত্তম সাহিত্য আর হয় না।

৯. বিষয়বস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব

আল-কুরআন কাঠামোগতভাবে সংক্ষিপ্ত পরিসরের হলেও এর বক্তব্য ও বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা সুগভীর। প্রতিটি শব্দ, বাক্য, বক্তব্য এবং বিষয়বস্তু এতই ব্যাপক যে, এর শ্রেষ্ঠত্বের ভূয়সী প্রশংসায় বিশ্বের মনীষীগণ পঞ্চমুখ। এ ব্যাপারে ফরাসী পণ্ডিতের মন্তব্যটি যথার্থ বলে প্রতীয়মান হয়। তিনি বলেন : "আল-কুরআন বিজ্ঞানীদের জন্য একটি বিজ্ঞান সংস্থা, ভাষাবিদদের জন্য এক শব্দকোষ, বৈয়াকরণের জন্য এক ব্যাকরণ গ্রন্থ এবং আইন বিধানের জন্য একটি বিশ্বকোষ।"

২.২ আল-কুরআন সর্বশেষ আসমানী কিতাব

১. সর্বশেষ নবীর প্রতি নাযিলকৃত সর্বশেষ কিতাব : আসমানী কিতাবের মধ্যে সর্বশেষ গ্রন্থ হলো আল-কুরআন। সর্বশেষ ও বিশ্বনবীর প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশেষ এবং বিশ্বজনীন।

তাঁর প্রতি নাযিলকৃত গ্রন্থের পরে আর কোন আসমানীগ্রন্থ অবতীর্ণের অবকাশই নেই। কিয়ামত পর্যন্ত তাই ইটি সর্বশেষ আসমানী কিতাব।

২. কুরআনই পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের সার-সংক্ষেপ : আল-কুরআন অতীত কালের সকল আসমানী কিতাবের বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ ও সারনির্যাস। আল-কুরআন নাযিলের সাথে সাথে পূর্ববর্তী সকল কিতাবের বিষয়বস্তু রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং কুরআন-ই সর্বশেষ আসমানী কিতাব।

৩. কুরআনের অবিকৃতি : অতীতকালের সকল আসমানী কিতাব বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে গেছে, কিন্তু একমাত্র আল-কুরআনই যাবতীয় বিকৃতির অভিশাপমুক্ত অবিকল গ্রন্থ হিসেবে বিদ্যমান। সুতরাং নতুন কোন আসমানী কিতাবের আর প্রয়োজনীয়তা নেই। তাই আল-কুরআন একমাত্র অবিকৃত আসমানী কিতাব।

৪. কুরআনের পূর্ণাঙ্গতা : অতীতকালের সকল আসমানী গ্রন্থই ছিল দেশ, সম্প্রদায় ও কালের গণ্ডীর সীমানায় আবদ্ধ। আর তাই সেগুলো ছিল অপূর্ণাঙ্গ; কিন্তু আল-কুরআন সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে সর্বকালীন ও বিশ্বজনীন একমাত্র পূর্ণাঙ্গ আসমানী গ্রন্থ। অতএব, কুরআনের পূর্ণাঙ্গতাই প্রমাণ করে যে, এরপর আর কোন আসমানী গ্রন্থ নেই। মহান আল্লাহর বাণী-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম। অদ্য তোমাদের জীবন ব্যবস্থা হিসাবে ইসলামকে মনোনীত করলাম।" (সূরা মায়িদা: ৩)

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.২

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

ক. এক কথায় উত্তর দিন :

১. অতীত যুগের আসমানী কিতাব-এর কার্যকারিতা এখনো আছে কি?

২. সর্বকালের, সর্বদেশের, সর্ব শ্রেণীর মানুষের জন্য সত্য পথের দিশা কোন কিতাব?

৩. কোন গ্রন্থের মাধ্যমে মানুষ কিয়ামত পর্যন্ত হিদায়াত লাভ করতে পারবে?

৪. পরিপূর্ণ জীবন বিধান কোন গ্রন্থে আছে?

৫. বিজ্ঞানময় গ্রন্থ হিসেবে কোন গ্রন্থকে আখ্যায়িত করা হয়েছে?

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. 'কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ'-ব্যাখ্যা করুন।

২. বিজ্ঞানময় গ্রন্থ কোনটি এবং কেন?

৩. কুরআনের ভাষা ও বিষয়বস্তুর শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা দিন।

আল-কুরআনের মাহাত্ম্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- আল-কুরআনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- আল-কুরআনের মাহাত্ম্য প্রমাণ করতে পারবেন।

৩.১ মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থ

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন একটি মর্যাদাপূর্ণ আসমানী কিতাব। সকল কল্যাণের উৎস এ গ্রন্থ। মহান আল্লাহ বলেন–"আমি যদি এ কুরআন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে তা আল্লাহর ভয়ে নত হয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। দৃষ্টান্ত এজন্য মানব জাতির সামনে পেশ করলাম, যেন তারা চিন্তা-ভাবনা করতে পারে।" (সূরা হাশর : ২১)

কুরআন সকল দিকের বিবেচনায় একটি মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থ। কুরআনের প্রভাব এতই গভীর যে, একে যদি কোন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করা হত, তাহলে সে পর্বত বিদীর্ণ হয়ে যেত। কুরআন এতই মর্যাদাপূর্ণ যে তা অপবিত্র অবস্থায় স্পর্শ করা যায় না। মহান আল্লাহ বলেন-

"নিশ্চয় এটা সম্মানিত কুরআন, যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে। যারা পূতপবিত্র তারা ছাড়া অন্য কেউ তা স্পর্শ যেন না করে। (সূরা আল-ওয়াকিয়াহ : ৭৭-৭৯)

মহান আল্লাহ আরো বলেন- "তা আছে মহান লিপিসমূহে, যা সমুন্নত মর্যাদা সম্পন্ন-পবিত্র। যা মহান পূত চরিত্রের লিপিকার হতে লিপিবদ্ধ"। (সূরা আবাসা : ১৩-১৬)

আল-কুরআন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হওয়ার আর একটি নিদর্শন এই যে, একে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা 'আহসান' (জন্নঃশু) বা সুন্দরতম বিশেষণে অভিহিত করেছেন। এতে উল্লিখিত নির্দেশসমূহের অনুসরণ মানব জাতির জন্য অপরিহার্য করেছেন। আল-কুরআন মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি অতীব সম্মান ও গৌরবের বস্তু। হযরত আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)- থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে-

"নবী (সা) বলেন, প্রত্যেক জিনিসেরই কিছু সম্মান বা গৌরবের বিষয় থাকে, সেরূপ আমার উম্মাতের সৌন্দর্য ও গৌরবের বিষয় হল আল-কুরআন।" (হিলয়াতুল আউলিয়া)

৩.২ পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান

আল-কুরআনের প্রধান মাহাত্ম্য হল-এটা বিশ্বমানবতার জন্য আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ পূর্ণাঙ্গ ও সার্বজনীন জীবনবিধান। বিশ্বের এমন কোন মৌলিক সমস্যা নেই, যার সঠিক ও যুগোপযোগী সমাধান এতে বর্ণিত হয়নি। মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

"নিশ্চয় আমরা মানব জাতির কল্যাণের জন্য এ কুরআনে প্রতিটি বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।" (সূরা কাহাফ : ৫৪)

৩.৩ কালজয়ী গ্রন্থ

কুরআন কোন নির্দিষ্ট জাতি, গোত্র বা অঞ্চলের জন্য নাযিল হয়নি। এর শিক্ষা ও আদর্শ বিশ্বজনীন এবং শিক্ষা কালজয়ী। এ মর্মে আল্লাহ বলেন-

تَبٰرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا

"মহান সেই সত্তা যিনি তাঁর বান্দার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন- যেন বিশ্ববাসীকে সতর্ক করা যায়।"

(সূরা ফুরকান : ২)

৩.৪ সুষমামণ্ডিত ভাষা

কুরআনের ভাব, ভাষা, ছন্দ আর বিষয়বস্তুর মর্মস্পর্শী আবেদনে পাঠক ও শ্রোতাকে তীর্যক বলাকার মত এক অপূর্ব অনাবিল আধ্যাত্মিক জগতে ধাবিত করে। প্রতিটি কথাকে এমন আকর্ষণীয় ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করা হয়েছে যে, ভোলা যায় না, ভুল হয় না, বার বার পাঠক-শ্রোতার হৃদয় আকর্ষণ করে। পৃথিবীতে এমন সাহিত্য আর নেই।

৩.৫ ধর্ম ও কর্মের সমন্বিত গ্রন্থ

কুরআন মানুষের ধর্ম ও কর্মের মাঝে অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছে। কুরআন ধর্মকে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের কর্ম থেকে আলাদা করে দেখেনি। আল-কুরআন অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র রূপে অবতীর্ণ হয়েছে। মানব জাতি সে আলোক ধারায় আলোকিত হয়ে বিশ্ব প্রকৃতিকে চোখ মেলে গভীর দৃষ্টি দিয়ে পথ দেখাল। আধুনিক সভ্যতার ভিত রচনা করল। আল-কুরআন এমন এক আলোকবর্তিকা, যা সত্যকে সত্যরূপে উদ্ভাসিত করে দেয় এবং দিবালোকের মতো আলোকময় করে তোলে মানবের হৃদয়কে। তাই এ মহিমান্বিত গ্রন্থখানি যেন অমৃত সুধা-শারাবান তাহুরা। কুরআনের অপরিসীম মাহাত্ম্য এখানেই।

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমান্বিত মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। এ কুরআন মানব জাতির জন্য পথপ্রদর্শক। এমন কোন বিষয় নেই যা এ গ্রন্থে আলোচিত হয়নি। এটি মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির দিশারী।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ২.৩

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

ক. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন।

১. সকল কল্যাণের উৎস কোন গ্রন্থ?
   ক. মহাগ্রন্থ খ. গ্রন্থসাহেব
   গ. গ্রন্থাবলি ঘ. আল-কুরআন

২. কুরআন মাজীদ কোথায় সুরক্ষিত আছে?
   ক. কা'বা শরীফে খ. মক্কা শরীফে
   গ. লাওহে মাহফুযে ঘ. নবীদের কাছে

৩. কুরআন কাদের জন্য অবতীর্ণ হয়?
   ক. নির্দিষ্ট জাতির জন্য খ. সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য
   গ. ফেরেশতাদের জন্য ঘ. জিন জাতির জন্য

৪. কুরআন মানুষের ধর্ম ও কর্মের মাঝে–
   ক. এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছে খ. জাতিকে জাতিতে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে
   গ. মানুষে মানুষে বৈষম্য সৃষ্টি করেছে ঘ. পার্থক্য সৃষ্টি করেছে

৫. মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির দিশারী-
   ক. আল-কুরআন খ. গণতন্ত্র
   গ. নবীদের আদর্শ ঘ. আসমানী কিতাব

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. "কুরআন মাজীদ অতীব মর্যাদাপূর্ণ আসমানী কিতাব"- বিশ্লেষণ করুন।
২. "কুরআন পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান"- আলোচনা করুন।
৩. "কুরআনের ভাষা অতীব সুষমামণ্ডিত"- ব্যাখ্যা করুন।
৪. "কুরআন মানুষের ধর্ম ও কর্মের মাঝে এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছে"- প্রমাণ করুন।

পাঠ ৪ কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত বর্ণনা করতে পারবেন।
- কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব বলতে পারবেন।

৪.১ সর্বোত্তম ইবাদাত

মানব জাতির সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান উপস্থাপনের লক্ষ্যেই আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত ও অধ্যয়নের মাধ্যমেই এর মর্ম বাস্তব জীবনে আমল করা সম্ভব। এ কারণেই কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের ফযীলত অফুরন্ত ও অপরিসীম। মহানবী (স) কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের ব্যাপারে খুবই তাকিদ দিয়েছেন। নফল ইবাদাতের মধ্যে সর্বোত্তম ইবাদাত হচ্ছে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত। মহানবী (স) বলেন–

اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ تِلَاوَةُ الْقُرْاٰنْ

"নফল ইবাদাতের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত সর্বোত্তম ইবাদাত।"

তিনি বলেন, "আল্লাহ তা'আলা যাকে কুরআন তিলাওয়াতের সামর্থ্য দান করেছেন, সে ব্যক্তি যদি ধারণা করে যে, অপরকে তার চেয়ে উৎকৃষ্ট নিয়ামত দেওয়া হয়েছে, তবে সে ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয় বস্তুকে হেয় মনে করল।"

হযরত উসমান (রা) থেকে বর্ণিত মহানবী (স) ইরশাদ করেন, আল্লাহ বলেন যে ব্যক্তি কুরআন নিয়ে ব্যস্ত থাকার দরুন আমার যিকির করা এবং আমার সমীপে প্রার্থনা করার অবসর পায় না, তাকে ঐ সকল লোকের চেয়ে বেশি কিছু দান করে থাকি, যারা প্রার্থনা করে থাকে।" (জামিউত্ তিরমিযী)

হযরত আয়িশা (রা) মহানবীর (স) একটি হাদীস বর্ণনা করেন- "মহানবী (স) বলেন, সালাতে কুরআন তিলাওয়াত করা সালাতের বাইরে কুরআন পাঠের চেয়ে উত্তম। সালাতের বাইরে কুরআন তিলাওয়াত করা তাসবীহ-তাহলীলের চেয়ে উত্তম। তাসবীহ সাদকার চেয়ে উত্তম। সাদকা নফল সাওমের চেয়ে উত্তম। আর সাওম জাহান্নাম হতে বাঁচার জন্য ঢালস্বরূপ।"

কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের মাধ্যমে অফুরন্ত সওয়াব হাসিল হয়। এ মর্মে মহানবী (স) বলেন- "যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ তিলাওয়াত করবে সে দশটি সাওয়াব লাভ করবে।"

কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের মাধ্যমে করুণাময় আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হওয়া যায়। মহানবী (স) বলেন- خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।" (সহীহ বুখারী)

মহানবী (স) আরো বলেন-

اِقْرَأُوا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهُ يَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا لِاَصْحَابِهِ

"তোমরা কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত কর, কারণ কিয়ামতের দিন তা তিলাওয়াতকারীর মুক্তির জন্য সুপারিশ করবে।"

কুরআনে যে দক্ষ তার জন্য তো পুরস্কার আছেই, এমনকি কুরআন যে পাঠ করতে পারে না বরং পাঠের জন্য চেষ্টা-সাধনা করে, তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। মহানবী (স) বলেছেন- "কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি সম্মানিত পুণ্য লেখক ফেরেশতাদের সঙ্গী। আর যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াতে দক্ষ নয়, অথচ পাঠ করতে গিয়ে বার বার আটকে যায় এবং তোতলায়, আর তার জন্য তা কষ্টসাধ্য হয়- তবে এমন ব্যক্তির দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে।"

(সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

৪.২ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ পাবার মাধ্যম

কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ পাওয়া যায়। মহানবী (স) বলেন: "কোন জাতি যখন কোন মসজিদে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করতে থাকে এবং পরস্পরকে শিক্ষাদান করতে থাকে, তখন আল্লাহর রহমত ও করুণাধারা তাদেরকে আবৃত করে রাখে। রহমতের ফেরেশতারা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখে। এমনকি স্বয়ং আল্লাহ তাঁর নিকটস্থদের সাথে তাদের সম্পর্কে আলোচনা (গর্ব) করে থাকেন।"

মহানবী (স) আরো বলেন : "যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করে, সে ব্যক্তি যেন কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করে। (মুসলিম)

কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে ইহকালীন জীবনে শত্রুর হাত হতে নিরাপত্তা লাভ করা যায়। এ ব্যাপারে মহানবী (স) বলেন- "কেউ শয্যায় গিয়ে কুরআনের কোন সূরা বা আয়াত পাঠ করলে এর অসিলায় করুণাময় আল্লাহ একজন ফেরেশতাকে তার রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত করেন। কাজেই কোন কিছু তার ক্ষতি করতে সমর্থ হয় না।"

কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের মাধ্যমে পরকালীন মুক্তির পথ সুগম হয়। হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেছেন: "যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে ও তা কণ্ঠস্থ করে আর তাতে বর্ণিত হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম হিসেবে মেনে চলে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে স্থান দেবেন। তদুপরি তাঁর স্বজনদের মধ্য হতে দশজন লোকের জন্য তার সুপারিশ মঞ্জুর করা হবে, যাদের জন্য দোযখের ফয়সালা হয়ে গিয়েছিল।" (মিশকাত)

৪.৩ উন্নতির সোপান

যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে কুরআন তিলাওয়াত করবে, করুণাময় আল্লাহ তাঁর সার্বিক উন্নতির যাবতীয় পথ সুগম করে দেবেন। মহানবী (স) বলেন- "কুরআন তিলাওয়াতের বরকতে বহু লোক উন্নতি লাভ করবে এবং কুরআনকে অবহেলার কারণে বহু লোক অপমানিত হবে।"

কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে মানুষের অন্তরের মরিচা দূর হয় এবং হৃদয়ে প্রশান্তি আসে। মহানবীর (স) হাদীস- "অন্তরসমূহে মরিচা ধরে যেভাবে লোহায় পানি লাগলে মরিচা ধরে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, হে রাসূল (স) এর পরিষেধক কি? মহানবী (স) বললেন, বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ এবং কুরআন তিলাওয়াত।" (মিশকাত)

মহানবী (স) বলেন- "যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তদনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে, কিয়ামতের দিনে তার পিতা-মাতাকে সূর্যের চেয়েও অধিকতর আলোকিত মুকুট পরানো হবে।" (মিশকাত)

মহানবী (স) আরো বলেন, "কিয়ামতের দিন কুরআন তিলাওয়াতকারীকে বলা হবে কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক আর বেহেশতের উপরে উঠতে থাক।" (মিশকাত)

৪.৪ হৃদয়ে প্রশান্তি লাভের উপায়

কুরআন তিলাওয়াত মনে প্রশান্তি আনায়ন করে। এর ফলে আল্লাহর রহমত নাযিল হয় এবং আল্লাহর স্মরণ মনে জাগরূক থাকে।

আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন: "যারা আল্লাহর ঘরসমূহের কোন একটি ঘরে পরস্পরের মধ্যে এর শিক্ষা চর্চা করে, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয় এবং আল্লাহর রহমত তাদেরকে বেষ্টন করে রাখে, ফেরেশতাগণ তাদেরকে ঘিরে রাখে, আল্লাহ তাঁর পাশে বিদ্যমান ফেরেশতাগণের মজলিসে তাদের কথা উল্লেখ করেন।" (মুসলিম ও আবু দাউদ)

কুরআন মাজীদ বিশ্বমানবতার মুক্তির সনদ। কুরআন যেমনিভাবে অতীব মর্যাদার অধিকারী গ্রন্থ, তেমনিভাবে এর তিলাওয়াতকারীর মর্যাদাও বেশি। আল-কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে মানব মনের সকল কালিমা দূর হয়ে পবিত্র ভাবধারায় বিকশিত হয়। বিশ্বসভায় মুসলিম জাতির অভ্যুত্থানের প্রাণশক্তিই ছিল আল-কুরআনুল কারীম। অতএব প্রতিটি মানুষের উচিত, এ বরকতময় গ্রন্থ নিয়মিত তিলাওয়াত এবং তদনুযায়ী জীবন যাপন করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.৪

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি বেছে নিন-

১. কুরআন মাজীদ বোঝা যায়-

ক. তিলাওয়াতের মাধ্যমে খ. তিলাওয়াত শোনার মাধ্যমে

গ. এমনি এমনি ঘ. আরবি জানলে

২. কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতে এত বেশি সওয়াব কেন?

ক. এটা আল্লাহর কালাম খ. তিলাওয়াতের মাধ্যমে বোঝা সম্ভব হয়

গ. তিলাওয়াতের মাধ্যমে বাস্তব জীবনে অনুসরণ করা সম্ভব হয়

ঘ. সব উত্তর ঠিক

৩. কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে-

ক. অফুরন্ত সওয়াব পাওয়া যায় খ. আল্লাহর নিকট সম্মানের অধিকারী হওয়া যায়

গ. আল্লাহর ভালবাসা ও সন্তুষ্টি পাওয়া যায় ঘ. সব কয়টি উত্তর ঠিক

৪. যে ব্যক্তি কুরআনের একটি- তিলাওয়াত করবে, সে দশটি সওয়াবের অধিকারী হবে।

ক. আয়াত খ. সূরা

গ. হরফ ঘ. শব্দ

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. "কুরআন তিলাওয়াত সর্বোত্তম ইবাদাত"- বিশ্লেষণ করুন।

২. "কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অফুরন্ত সওয়াব হাসিল হয়"- আলোচনা করুন।

৩. "কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সার্বিক উন্নতি লাভ করা যায়"- ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৫ জীবন সমস্যার সমাধানে আল-কুরআনের ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- জীবন সমস্যার সমাধানে কুরআনের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।
- জীবন সমস্যার সমাধানে কুরআনের বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারবেন।

৫.১ ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা সমাধান

কুরআন মাজীদ মানব জাতির সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান পেশ করেছে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত সকল সমস্যার সমাধান আল-কুরআনে নিখুঁতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ ব্যক্তিগত জীবনে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে তন্মধ্যে প্রধান হচ্ছে দেহ, মন ও আত্মা সংযোগ সাধন এবং পরিশুদ্ধিকরণ। তাই কুরআন মাজীদ সর্বপ্রথম তাওহীদ ও রিসালাতে আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা বাস্তবে পরিণত করার মাধ্যমে এগুলোর সমন্বয় সাধন করে। আর ব্যক্তিগত জীবনকে সুন্দর ও মহিমান্বিত করে তোলে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

"জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।"

(সূরা আর-রা'আদ : ২৮)

৫.২ পারিবারিক জীবনের সমস্যা সমাধান

পারিবারিক জীবনে মানুষ যত সমস্যার সম্মুখীন হবে তার সমাধানও কুরআনে পাওয়া যায়। পারিবারিক সদস্যদের মাঝে পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি, সহৃদয়তা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করা। পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদির সমন্বয়ে পরিবার গঠিত হয়ে থাকে। পরিবারের সকল সদস্যেরই একের প্রতি অপরের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা না হলে পারিবারিক সমস্যার কোন সমাধান হতে পারে না এবং পরিবারে শান্তিও আসবে না। তাই আল্লাহ পরিবারের সকল সদস্যের পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের মূলনীতি কুরআনে ঘোষণা করেছেন–

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى

"নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফ ও ইহসান কায়েম করার জন্য এবং নিকট আত্মীয়র হক আদায় করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন।" (সূরা নাহল : ৯০)

আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী আত্মীয়-স্বজনের হক ও অধিকার আদায় করলেই পরিবারে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য কায়েম হবে, অন্যথায় পারিবারিক শান্তি সুদূরপরাহতই থাকবে।

৫.৩ সামাজিক জীবনের সমস্যা সমাধান

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ না হয়ে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মানুষ বসবাস করতে পারে না। সমাজ জীবনে মানুষের বড় সমস্যা হল প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখা। সমাজে বসবাস করতে হলে একের প্রতি অপরের কিছু না কিছু হক বা অধিকার অবশ্যই থাকে। আর এই হক আদায় করলেই সামাজিক শান্তি আসতে পারে, অন্যথায় অশান্তি সৃষ্টি হতে বাধ্য। তাই আল্লাহ তা'আলা প্রতিবেশীর হক আদায় করার জন্য বিশেষভাবে তাকিদ দিয়েছেন। তিনি বলেন :

"তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক কারো না এবং মাতা-পিতা, নিকট আত্মীয়-স্বজন, এতীম, মিসকীন, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব এবং অসহায় মুসাফির-এর প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।" (সূরা আন-নিসা : ৩৬)

প্রতিবেশীদের প্রতি সদ্ভাব বজায় রাখার লক্ষ্যে মহানবী (স) বলেন–

خَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَاللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ

"আল্লাহর দরবারে সে প্রতিবেশীই উত্তম যে তার প্রতিবেশীদের নিকট উত্তম।" (তিরমিযী)

৪. রাষ্ট্রীয় জীবনের সমস্যা সমাধান

সমাজ ও রাষ্ট্রে অন্যায়-অত্যাচারের উপযুক্ত বিচার না হলে অশান্তি সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্রীয় জীবনে বিপর্যয়ের কারণ ঘটে। তাই আল্লাহ তা'আলা রাষ্ট্রে ইনসাফ ও ইহসান কায়েমের হুকুম দিয়েছেন। দুনিয়ায় অশান্তির মূল কারণ হল মানুষের মনগড়া আইন এবং অসৎ লোকের শাসন। শান্তির মূল হল আল্লাহর আইন এবং সৎ লোকের শাসন। মনগড়া আইনের পরিবর্তে আল্লাহর আইন চালু করা না হলে মানব সমাজে শান্তি আসতে পারে না। কারণ, মানুষ সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী এবং সে কখনও লোভ-লালসার উর্ধ্বে থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হতে পারে না। তাই তাদের রচিত আইন নির্ভুল এবং নিরপেক্ষও হতে পারে না। আর একথা স্বতসিদ্ধ যে, পক্ষপাত দুষ্ট আইন দ্বারা সমাজে কখনও কোন ন্যায় বিচার কায়েম হতে পারে না। অপর দিকে আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সব তাঁর জানা। এমতাবস্থায় আল্লাহর তৈরি আইন সব যুগের জন্য উপযোগী ও নিরপেক্ষ। তাঁর তৈরি বিধান ছাড়া অন্য বিধান দ্বারা সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করা হলে অশান্তি সৃষ্টি অনিবার্য। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ

"যারা আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করে না তারা কাফের।" (সূরা মায়িদা : ৪৪)

আল্লাহ অন্য এক আয়াতে বলেছেন–

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করে না তারা অত্যাচারী।" (সূরা মায়িদা: ৪৫)

রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি নির্ভর করে শাসক ও জনগণের সুসম্পর্কের ওপর। রাষ্ট্রীয় কার্যে জনগণের সম্পর্ক না থাকলে শাসক ও জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে না। তাই আল্লাহ জনগণের সঙ্গে পরামর্শ করার সুযোগ সৃষ্টির জন্য পরামর্শভিত্তিক শাসনব্যবস্থা কায়েমের আদেশ দান করেছেন। অপর দিকে জনগণকেও আল্লাহ, রাসূল এবং শাসকবর্গের আনুগত্য করার জন্য নির্দেশ দান করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন :

اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

"তোমরা আল্লাহ, রাসূল এবং শাসকবর্গের আনুগত্য কর।" (সূরা নিসা : ৫৯)

৫. অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান

ধনীদের মধ্যে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়ে যাতে জনগণের মধ্যে মারাত্মক ধনবৈষম্য সৃষ্টি হয়ে অশান্তির কারণ না ঘটে সেজন্য আল্লাহ কুরআন মাজীদে বলেন-

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ

"ধন-সম্পদ যেন তোমাদের মধ্যকার ধনীদের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত (পুঞ্জিভূত) না হয়ে পড়ে।" (সূরা হাশর : ৭)

সম্পদ যাতে দেশের কিছু লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত না হতে পারে সেজন্য আল্লাহ যাকাত, ফিতরা, সাদকা ও উত্তরাধিকার আইনের ব্যবস্থা করেছেন। সুদের মাধ্যমেও সমাজে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়। এতে অনেক অনাচার সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাই আল্লাহ সুদকে হারাম করে দিয়ে ব্যবসায়-বাণিজ্যকে হালাল ঘোষণা করে বলেছেন :

اَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

"আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।" (সূরা বাকারা : ২৭৫)

ঘুষ, জুয়া, মদ্যপান ইত্যাদি দ্বারা সমাজে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে থাকে। এজন্য এগুলোকেও ইসলামে হারাম করা হয়েছে।

৬. আন্তর্জাতিক জীবনে

আন্তর্জাতিক জীবনে শান্তি-সুখ নির্ভর করে বিশ্বের দেশ, রাষ্ট্র ও জাতির পারস্পরিক সহযোগিতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ওপর। পরস্পরের প্রতি সহনশীলতা ও মানবপ্রেমের নীতি অনুসরণ করতে বলেছে ইসলাম। সুতরাং ইসলামের এ আন্তর্জাতিক জীবনবোধকে অনুসরণ করলে কোন সমস্যা থাকতে পারে না।

৭. শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে

মানুষের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনের জন্যও কুরআনে রয়েছে পরিশিলিত ভাবধারা এবং সাংস্কৃতিক বিষয়াদী। তাই সকলের জন্য শিক্ষাকে ইসলাম বাধ্যতামূলক করেছে।

৮. ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনে

মানুষ কেবল দেহসর্বস্ব জীব নয়। মানুষের রয়েছে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তা হল- আধ্যাত্মিক জীবন। আধ্যাত্মিক জীবনের সমস্যাবলির নির্ভুল ও সঠিক সমাধান দান করেছে আল-কুরআন।

কুরআন মজীদ মানব জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান উপস্থাপন করেছে এক বিশ্বজনীন ও সামগ্রিক কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থা। কুরআনে উপস্থাপিত এ জীবন ব্যবস্থা বিশ্বমানবতার সকল সমস্যার সমাধানে সর্বদা সক্ষম। কাজেই দ্বিধাহীনভাবে বলতে হয়- "আল-কুরআনই জীবন সমস্যার একমাত্র সমাধান।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ২.৫

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

এক কথায় উত্তর দিন-

১. মানব জাতির সকল সমস্যার সমাধান পেশ করেছে কে?
২. পরিবারের সকল সদস্যেরই একের প্রতি অপরের কি রয়েছে?
৩. প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ভাব বজায় রাখার তাকিদ দিয়ে মহানবী (স) কি বলেছেন?
৪. সমাজে অশান্তির মূল কারণ কি?
৫. মানব রচিত আইন কেমন?
৬. আল্লাহর বিধান সব যুগের জন্য উপযোগী কি?
৭. সুদকে কেন হারাম ঘোষণা করা হয়েছে?
৮. ঘুষ, জুয়া ও মদ্যপানকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে কেন?
৯. মানুষ কি কেবল দেহসর্বস্ব জীব?
১০. জীবন সমস্যার একমাত্র সমাধান কি?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানে আল-কুরআনের নির্দেশনা কি?
২. পারিবারিক সমস্যা সমাধানে কুরআনের শিক্ষা লিখুন।
৩. সামাজিক জীবনের সমস্যা সমাধানে কুরআন কি বলে?
৪. রাষ্ট্রীয় জীবন-সমস্যার সমাধানে কুরআনের নির্দেশনা আছে কি?
৫. অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে কুরআনের শিক্ষা কি?

মানবজাতির কল্যাণে কুরআনের শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- মানবজাতির কল্যাণে কুরআনের শিক্ষার বিবরণ তুলে ধরতে পারবেন;
- মানব কল্যাণে কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব জানতে পারবেন।

বিশ্বমানবতার কল্যাণের জন্য মহাগ্রন্থ আল-কুরআন পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা উপস্থাপন করেছে। মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ই আল-কুরআনে বিবৃত হয়েছে, যা মানবের আত্মিক, মানসিক, জ্ঞান জগৎ এবং কর্মক্ষেত্রে উপকারে আসতে পারে। কুরআনের উপস্থাপিত এ সকল নীতিমালা কোনটি জাগতিক কর্ম-তৎপরতা সম্পর্কিত, কোনটি মানব চরিত্র বিষয়ক এবং কোনটি আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগীর সাথে সম্পর্কিত। এখানে সে সব নীতিমালা বা শিক্ষাসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হল:

৬.১ আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস

আল্লাহ তা'আলা চিরন্তন সত্তা। তিনি আছেন, ছিলেন এবং থাকবেন। তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ ও তাঁর অস্তিত্ব বুঝার জন্য দুটো পথ আছে। একটি হল জ্ঞান ও বুদ্ধি বৃত্তিক পথ, অপরটি হল ধর্মীয় পথ। আল্লাহর অস্তিত্বের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই কুরআন একে বিশদভাবে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে। এ জ্ঞান না থাকলে মানুষ তার জীবন, জগৎ ও স্রষ্টা সম্পর্কে গোলক ধাঁধায় পড়ে নানা অনাচার ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ত।

৬.২ আল্লাহর একত্ববাদের শিক্ষা

কুরআন মহান আল্লাহর তাওহীদ বা একত্ববাদে বিশ্বাসের গুরুত্ব ও তাঁরই আনুগত্য প্রকাশ ও তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করার শিক্ষা দেয়। তাওহীদের অর্থ কথায় কাজে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করা, তাঁরই ইবাদাত করা, তাঁরই কাছে সাহায্য চাওয়া, সুখে-দুঃখে তাঁরই ওপর ভরসা করা, তাঁরই প্রতি নিষ্ঠা ও একাগ্রতা প্রকাশ করা এবং তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। এজন্য প্রত্যেক যুগের সকল নবী-রাসূল আল্লাহর এ তাওহীদের শিক্ষাই প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। কুরআন স্পষ্ট ভাষায় আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি বিশ্বমানবতাকে আহবান জানিয়েছে। সকল নবী-রাসূলের আহ্বান ছিল :

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ

"হে আমার জাতি! আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না।" (সূরা আল-মুমিন : ২৩)

৬.৩ শিরক পরিহার

আল-কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক শিক্ষা হচ্ছে আল্লাহর সাথে কারো শিরক না করা। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার মনে করা এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্তাকে ইবাদাতের যোগ্য বলে বিশ্বাস করাই শিরক। শিরকের কুফলের কারণেই মানুষ মানুষকে প্রভু ভাবে, প্রকৃতিকে পূজা করে, জড়বাদে বিশ্বাসী হয়, মানব রচিত মতবাদ ও আইনকে কল্যাণকর ভাবে। কুরআন দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা দেয়–

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

"নিশ্চয়ই শিরক হচ্ছে বড় যুলম।" (সূরা লোকমান : ১৩)

৬.৪ সর্বক্ষেত্রে তাকওয়া অবলম্বন

মানব কল্যাণের আরো একটি বড় দিক তাকওয়া অবলম্বন। কুরআন মানুষকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার সত্যিকার তাকওয়া অবলম্বনের নীতিমালা পেশ করেছে। তাকওয়া অর্থ হচ্ছে আল্লাহকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করা ও তাঁকে ভয় করে জীবন-যাপন করা।

৫. রিসালাতের অনুসরণ

তাওহীদের ন্যায় রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস ও রিসালাতের অনুসরণ করাও কুরআনের মূল শিক্ষা। আল-কুরআনের বহু স্থানে রিসালাতের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর পথে দাওয়াত, উপদেশ ও পরামর্শদান এবং হিদায়াত রিসালাতের সাথেই সম্পর্কিত। বিভিন্ন দেশ ও জাতির কাছে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন সময় ও যুগে বহু নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। এ সকল নবী-রাসূল মানুষকে হিদায়াতের পথ প্রদর্শন করেছেন এবং সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ পথ শিক্ষা দিয়েছেন। কল্যাণকর জীবন-পথের সন্ধান দিয়ে তা নিজেদের জীবনে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছেন এবং বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত করে দেখিয়েছেন। প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক দেশে ও প্রত্যেক জাতির কাছে যথাসময়ে রাসূল পাঠিয়ে আল্লাহর পথের সন্ধান ও কল্যাণকর জীবনের দিশা উপস্থাপন করেছেন।

কুরআনের বহু স্থানে রাসূলুল্লাহর (স) আনুগত্য করতে এবং তাঁর জীবনের সুন্দরতম আদর্শ গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশ্বমানবতার কল্যাণের জন্য মহানবী (স)-এর আদর্শের অনুসরণ একান্ত অপরিহার্য। এছাড়া মানবতার কোন কল্যাণ আসতে পারে না।

৬. আসমানী কিতাবের অনুসরণ

পৃথিবীতে মানুষকে আল্লাহর বান্দা ও প্রতিনিধি হিসেবে পাঠানো হয়েছে। পৃথিবীতে মানুষ কিভাবে জীবন পরিচালনা করবে তারও দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। যুগে যুগে আল্লাহ পথহারা মানুষকে সত্য পথে আনার জন্য নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। তাঁদের উপর নাযিল করেছেন আসমানী কিতাব। তাই মানব কল্যাণকর নীতিমালায় আসমানী কিতাব বিশ্বাস ও অনুসরণ করার আহবান জানায়। আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ কিতাব হচ্ছে আল-কুরআন।

৭. আখিরাত জীবনে বিশ্বাসের আলোকে জীবন গঠন

আল-কুরআনের নীতিমালার মধ্যে অন্যতম শিক্ষা হচ্ছে আখিরাত জীবনে বিশ্বাসের আলোকে জীবন গঠন করা। এ সংক্রান্ত কুরআনের সারকথা হচ্ছে-দুনিয়ার জীবনই শেষ নয়। এ জগৎ ও জীবন ক্ষণস্থায়ী। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে মানুষকে পরপারের অনন্ত জীবনের দিকে পাড়ি জমাতে হবে। এক দিন এ বিশ্ব ব্যবস্থাপনা আল্লাহর নির্দেশে ধ্বংস হয়ে যাবে। মানব জীবনের প্রতিটি কর্মের ফল ভোগ করার জন্য আখিরাতের জীবনে বিচার হবে। কিয়ামত, হাশর, নশর, মিযান, পুলসিরাত আখিরাত জীবনের বিভিন্ন ঘাঁটি। কর্মের বিচারে যারা পুণ্যবান বলে বিবেচিত হবে, তারা পাবে অনন্ত সুখের ঠিকানা জান্নাত। আর যারা পাপী বলে সাব্যস্ত হবে তাদের জন্য রয়েছে কষ্টময় আবাসস্থল জাহান্নাম। এ বিশ্বাসের ফলে মানুষ দুনিয়ার জীবনে প্রতিটি কর্মের জন্য সচেতন হয়। মানুষ অপরাধ জীবন থেকে বিরত থাকতে চেষ্টা করে।

৮. মৌলিক ইবাদাত-অনুষ্ঠান পালন

আল-কুরআনের নীতিমালার মধ্যে রয়েছে মৌলিক ইবাদত অনুষ্ঠান পালন করা। কুরআন মানব জাতিকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগীর জন্য আহ্বান জানায়। সালাত ও সাওম সকল নবীর উম্মতের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। পৃথিবীর সকল ধর্মেই নিঃস্ব ও অভাবীদেরকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার বিধান আছে। কুরআন এটাকে ধনীদের উপর বাধ্যতামূলক করেছে।

৯. আমলে সালিহ বা সৎকর্ম করা

মানব জীবনের উন্নতির আরো একটি সোপান হচ্ছে, 'আমলে সালিহ' বা সৎকর্ম। উত্তম ও সৎ কার্যাবলি নিজে পালন করলে এবং অপরকে সৎভাবে চলতে অনুপ্রাণিত করলে জীবনে উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়। ঈমানের পরই সৎকর্ম মানুষকে ধ্বংস থেকে বাঁচিয়ে রাখে। সূরা আল-আসরে বর্ণিত হয়েছে– "কালের শপথ! সমগ্র মানব জাতিই ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত। তবে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কর্ম করে, তারা ধ্বংসনীয় নয়।"

১০. সৎপথে ধৈর্যের সাথে অবিচল থাকা

মানব জীবনকে উন্নতি ও সাফল্যমণ্ডিত করার অন্যতম উপায় হচ্ছে, সৎপথে পূর্ণ ধৈর্যের সাথে অবিচল থাকা। সৎপথে, ন্যায়ের পথে, ইসলামের পথে চলতে গেলে বহু বাধা-বিঘ্ন আসবে, আর সেসব অবস্থায় ধৈর্যের সাথে অবিচল থাকলে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হওয়া যায়।

১১. মন-মানসের পবিত্রতা

মানব জীবনে উন্নতি লাভ করতে হলে মানুষের মন, মানস পূত-পবিত্র রাখতে হবে। নির্মল মন নিয়ে আল্লাহর স্মরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানবাত্মার প্রকৃত প্রশান্তি। মহান আল্লাহ বলেছেন-

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا

"সে-ই সফলকাম হবে, যে নিজেকে পবিত্র করবে।" (সূরা শামস: ৯)

১২. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ

বিশ্বমানবতার কল্যাণে নীতিমালার মধ্যে আল-কুরআন অতীব গুরুত্ব দিয়েছে সৎকর্মের আদেশ ও অসৎ কর্মের নিষেধের উপর। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদেরকে তাকিদ করা হয়েছে, তারা যেন মানুষকে সৎকর্মের আদেশ দেয় এবং মন্দ ও অন্যায় কর্ম হতে বিরত রাখে।

কুরআন ঘোষণা করেছে– "তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনবে।" (সূরা আল-ইমরান : ১১০)

১৩. সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

মানব কল্যাণে আল-কুরআনের মৌলিক নীতিমালার মধ্যে রয়েছে আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। বিচার ফয়সালার ক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে কারো পক্ষপাতিত্ব করা কিংবা কোন অসংগত কারণে কারো বিরুদ্ধে রায় দেওয়া কুরআনের ন্যায়নীতির পরিপন্থী। আল-কুরআন অত্যন্ত কঠোর ভাষায় এরূপ কাজ হতে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে।

১৪. কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ

বিশ্বমানবতার কল্যাণময় জীবন গঠনের নীতিমালার মৌলিক আরো একটি অপরিহার্য দিক হল আল্লাহর পথে জিহাদ। ইসলামী শরীআতে জিহাদ একটি বড় ইবাদাত। ইসলামের প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে, সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়-অশান্তি নির্মূল করে কল্যাণময় সমাজ জীবনের জন্য জিহাদ অপরিহার্য। আল-কুরআনে বলা হয়েছে-

اَلْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِّنَ الْقَتْلِ

"ফিৎনা হত্যা হতে জঘন্য।"

১৫. অর্থনৈতিক দিক নির্দেশনা

বিশ্ব মানবতার কল্যাণে কুরআনের নীতিমালার আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে অর্থনৈতিক দিক নির্দেশনা। মহাগ্রন্থ আল কুরআন যদিও কোন অর্থনীতির পুস্তক নয় তবুও অর্থনীতি সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় নীতিমালা এতে এমনভাবে স্পষ্ট বিবৃত হয়েছে, যার আলোকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়।

১৬. ফৌজদারি বিধান

কুরআনের নীতিমালার অন্যতম বিধান হচ্ছে কিসাস ও দিয়াত। আল-কুরআনের মতে, মানব জীবনের হিফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে হত্যার দ্বার রুদ্ধ করা। লুটতরাজ, ডাকাতি, চুরি, ব্যভিচার, অপবাদ রটানো এগুলোও ফৌজদারি অপরাধ। এসব অপরাধের জন্য রয়েছে নির্ধারিত দণ্ড বা শাস্তি। কুরআনের এসব শাস্তি প্রয়োগ হলে সমাজ থেকে এসব অপরাধ সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে।

১৭. মানব মর্যাদা ও মানবতার ঐক্য প্রতিষ্ঠা

আল-কুরআনের নীতিমালার অন্যতম দিক-নির্দেশনা হচ্ছে, মানব মর্যাদা ও মানবতার ঐক্য প্রতিষ্ঠা। সব মানুষই জন্মগতভাবে এক, তাদের দেহে একই রক্ত প্রবাহিত। তারা সকলেই এক আদম (আ)-এর সন্তান। তারা পরস্পর ভাই ভাই। কুরআন মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব বলেছে। বংশ, ভাষা, দেশ, জাতীয়তা বা ক্ষমতা এগুলো মর্যাদার মাপকাঠি নয়। আল-কুরআন সব রকমের বর্ণ বৈষম্য, সামাজিক কৌলিন্য ও আভিজাত্যের অহমিকা দূর করেছে।

১৮. মানবতার সেবায় কুরআনের নির্দেশনা

মানবজাতির স্বার্থ ও অধিকারকে রক্ষার জন্য একমাত্র কুরআনই স্থায়ী সমাধান দিয়েছে। দীন-দুঃখী, বিপদগ্রস্ত, ইয়াতিম, বিধবা, রোগ-শোকে আক্রান্ত প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্য, সহযোগিতা ও সহানুভূতি দেখানোর জন্য বলা হয়েছে। কুরআনে আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগীর জন্য যত তাকিদ করা হয়েছে মানবতার সেবার প্রতিও অনুরূপ তাকিদ আছে।

১৯ আধ্যাত্মিক জীবনের দিগদর্শন

আল-কুরআনের নীতিমালার প্রধান দিক আধ্যাত্মিক জীবনের দিক-নির্দেশনা। মানুষ শুধু দেহসর্বস্ব জীব নয়। মানুষের রয়েছে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জীবন। আধ্যাত্মিক জীবনের সমস্যাবলির নির্ভুল ও সঠিক দিক নির্দেশনার নীতিমালা কুরআনই উপস্থাপন করেছে। এক মহান আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে আধ্যাত্মিক জীবনের গতিধারা। আল-কুরআনই আধ্যাত্মিক জীবনের পূত-পবিত্রতার কথা, তাকওয়া আবলম্বনের কথা, এখলাস ও নিষ্ঠার কথা, পরম স্রষ্টার সাথে মানবাত্মার মিলনের কথা ও পদ্ধতি শিখিয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ২.৬

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

এক কথায় উত্তর দিন

১. চিরন্তন ও অনিবার্য সত্তা কে?
২. তাওহীদের অর্থ কি?
৩. প্রত্যেক যুগে নবী-রাসূলগণ কিসের শিক্ষা দিয়েছেন?
৪. শিরকের কুফল কি?
৫. তাকওয়া মানে কি?
৬. মহানবীর (স) অনুসরণ অপরিহার্য কেন?
৭. দুনিয়ার জীবন কি মানুষের শেষ পরিণতি?
৮. সকল নবীর উম্মাতের জন্য কোন ইবাদাত বাধ্যতামূলক ছিল?
৯. ঈমানের পর কোন জিনিস মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবে?
১০. মুসলিম জাতির প্রধান কর্তব্য কি?
১১. জিহাদ অপরিহার্য বড় ইবাদাত কেন?
১২. কুরআনের দৃষ্টিতে মানব মর্যাদার মাপকাঠি কি?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. কুরআনে আল্লাহর একত্ববাদের শিক্ষা কি? লিখুন।
২. রিসালাত সম্পর্কে কুরআনের শিক্ষা কি?

৩. আখিরাত জীবনে বিশ্বাসের আলোকে জীবন গঠনের গুরুত্ব লিখুন।

৪. আমলে সালিহ বা সৎকর্মের গুরুত্ব কি?

৫. কুরআনের দৃষ্টিতে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ এর গুরুত্ব লিখুন।

৬. মানব মর্যাদা ও মানবতার ঐক্য প্রতিষ্ঠায় আল-কুরআনের শিক্ষা কি?

চূড়ান্ত মূল্যায়নঃ ২

বিশদ উত্তর-মূলক প্রশ্ন

১. আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করুন।

২. আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব প্রমাণ করুন।

৩. আল-কুরআনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করুন।

৪. কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত বর্ণনা করুন।

৫. জীবন সমস্যার সমাধানে আল-কুরআনের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

৬. মানব জাতির কল্যাণ সম্পর্কে কুরআনের নীতিমালা ও শিক্ষার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।